International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-V, Issue-IV, July 2019, Page No. 28-39
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v5.i4.2019.28-39

সমকামীতা এবং আমরা-ওরা: একটি সংক্ষিপ্ত সমাজতাত্ত্বিক অধ্যয়ন

পার্থ সারথী বোস
গবেষক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ

Abstract

We are more or less informed about homosexuality nowadays. In every sphere of life we often face homosexual peoples. Though it is very normal that we are living in 21st century and everybody should enjoy their life by their own terms. But unfortunately as other traits of fragmentation we are being categorized by sexuality. The mainstream society are divided by male- female categories, rest of these there also exists one more category which we called third sex. Generally the third sexes are LGBT peoples. These peoples are being polarized by the mainstream society. They are being deprived, exploited, harassed, and rejected by us in every sphere of our life. They has been facing social curse in our society, actually these peoples are trying to establish their identity, rights, positions among us, and the way to establish their identity is not so easy for them till date. Socially, politically they are marginalized and also minority. Due to lack of education facilities, health facilities, economic facilities the survival of day to day life is very much painful for them. The indirect response from the government is also responsible for their painful life that they are living today. In this study I have tried to focus on the socio-cultural conditions of homosexual peoples, and also focus on how the other peoples do think about them. This study is based on qualitative research and has collected the required date from both primary and secondary sources.

Key Words: Sex, Gender, Homosexuality, gay, Lesbian, transgender, self- identification, Taboo, LGBTI.

ভূমিকা: সমগ্র বিশ্ব জুড়েই সমকামীতা একটি বহুচর্চিত অথচ বিতর্কিত বিষয় হিসাবে আলোচিত হয়ে এসেছে। সমকামীতা বিষয়টিকে সহজভাবে গ্রহণ করার যেমন পৃথক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠেছে, তেমনি এর প্রতি জনগণের মতামতের বৈচিত্রতাও লক্ষ্য করা যায়। সমকামীতা ধারনাকে বুঝতে হলে প্রথমে আমাদের sex এবং gender ধারনার উপর আলোকপাত করা প্রয়োজন। Sex এবং Gender ধারনাটি কখনই সম অর্থ বাহক নয়। Sex বলতে ব্যক্তির জৈবিক পরিচিতিকে প্রকাশ করা হয়, যেমন জৈবিক ভাবে ছেলে বা মেয়ে হিসাবে যে পরিচিতি। অন্যদিকে Gender হল সমাজ বা সংস্কৃতির নির্ধারিত পরিচিতি অর্থাৎ সামাজিক ভাবে প্রত্যাশিত ব্যক্তির আচরণ, ব্যক্তির ব্যবহার, তার ভূমিকা, অন্য লিঙ্গের মানুষের প্রতি তার প্রতিক্রিয়া বা কাজ কর্ম প্রভৃতির সাপেক্ষে গড়ে ওঠা পরিচিত।

Gender পরিচিতি হল একজন মানুষ সে নিজেকে কিভাবে দেখছে বা দেখতে চাইছে। আর এই প্রকার ধারণাগত দ্বন্ধের পরিচিতিই জন্ম দেয় সমকামীতার। প্রাচীন কালে রোম এবং গ্রীসে প্রথম সমকামীতার প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। সেখানে সমকামীতা বিষয়টিকে স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক গুনাবলী হিসাবেই দেখা হতো। পরবর্তীকালে আরব এবং দক্ষিণ আমেরিকার সমাজগুলিতেও সমকামীতার প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। বর্তমানে বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন তাত্ত্বিক আলোচনায় সমকামীতার প্রসঙ্গ যেমন উঠে আসছে তেমনি সার্বিক পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণও গুরুত্ব পাচ্ছে। এর পিছনে যেমন জৈবিক কারণ রয়েছে তেমনি সামাজিক ও মনঃস্তাত্ত্বিক ও বর্তমান রয়েছে। বিভিন্ন দেশে এই সমকামীদের রক্ষার্থে যেমন পৃথক আইন রয়েছে তেমনি আবার এমন অনেক দেশ আছে যেখানে সমকামীতা অপরাধ বা সমকামী ব্যবহারের জন্য আইনী শাস্তিবিধান রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে সমকামীতার আচরণকে ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গীর নিরিখেও উপস্থাপিত করা হয়। তবে কানাডা, বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ডের ন্যায় বিভিন্ন দেশে সমকামীতাকে যেমন স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, তেমনি সমলিঙ্গের বিবাহ রীতিকেও স্বীকৃতি জানানো হয়েছে। তবে বেশীর ভাগ আফ্রিকান রাষ্ট্রগুলিতে সমকামীতা যেমন অবৈধ, তেমনি সমলিঙ্গের বিবাহ বিষয়টা তাদের কাছে চিন্তা-ভাবনার অতীত। অনেক ক্ষেত্রে সমকামীতা ধারণাটির প্রতি মানুষের মনে যেমন ভ্রান্ত ধারণা থাকে, তেমনি রূপক কিছু চিন্তা মানুষ নিজের মনে গড়ে তোলে। তবে সাধারণভাবে সমকামীতা বলতে নিজের লিঙ্গের বা সমলিঙ্গের প্রতি যৌন আকর্ষণ বা যৌন আগ্রহ প্রকাশকে বোঝায়। সাধারণভাবে পুরুষ সমকামীদের ‘Gay’ হিসাবে চিহ্নিত করা হয় এবং বিপরীত পক্ষে নারি সমকামীদের ‘Lesbian’ হিসাবে উপস্থাপন করা হয়ে থাকে। যদিও পৃথক সময় ও সংস্কৃতির প্রেক্ষিতে সমকামী আচরণ অনেক ক্ষেত্রেই যেমন স্বীকৃতি অর্জন করতে সমর্থ হয়েছে, তেমনি কখনো কখনো অবহেলা, বঞ্চনা, শাস্তি, এমনকি এই আচরণের প্রতি নিষেধাজ্ঞা পর্যন্ত জারি করা হয়েছে। সাবেকী গ্রীস ও রোমে সমকামীতার ধারণাটি কোন অপরিচিত ধারণা ছিল না। সেই সময় একজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ এবং একজন বয়ঃসন্ধিকালীন পুরুষের মধ্যে গড়ে ওঠা সম্পর্ক যথেষ্ট আগ্রহের বিষয় ছিল। বর্তমানে এখনও Judo Christian এবং মুসলিম সংস্কৃতিতে সমকামীতা আচরণকে অনেক ক্ষেত্রেই পাপ হিসাবে উপস্থাপন করা হয়। যদিও বহু Jewish & Christian গুরুরা এই প্রকার আচরণকে কখনোই পাপ কার্য হিসাবে দেখার পক্ষপাতি ছিলেন না। আবার Protestant বাদ যেখানে ধর্মীয় সংস্কারের কথা বলে, সেখানেও সমকামীতা এবং সমকামী মানুষ জনের প্রতি সদর্থক মনোভাব ও সমর্থন জানানোর কথা বলা হয়েছে।

আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে সমকামীতার প্রতি ব্যাক্তি মনোভাব অনেকটাই মিশ্র অভিব্যাক্তির প্রকাশক। কখনো কখনো সমকামী আচরণের যে স্বীকৃতি তা গড়ে উঠতে দেখা গেছে বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনের মাধ্যমে। আবার অন্য ক্ষেত্রে স্বাভাবিক যৌন আচরণ এবং অস্বাভাবিক যৌন আচরণের দ্বান্দিক দৃষ্টিভঙ্গির সাপেক্ষেও সমকামীতা প্রকাশ পেয়েছে। অনেকে আবার সমকামীতা আচরণ বিষয়টিকে পৃথক কিন্তু সাধারণ যৌন আচরণ বলেই মতামত দিয়েছেন। আবার অনেকের কাছে সমকামীতা হল মনোস্তত্বগত ভাবে বিচ্যুত ব্যবহার। কিছু কিছু ধর্মীয় গোষ্ঠী মনে করে সংস্কারমূলক চিকিৎসাপদ্ধতি ব্যবহারের মধ্য দিয়ে সমকামীতা নামক অস্বাভাবিক আচরণকে প্রার্থনা, counseling এবং আচরণগত শুদ্ধিকরণের মাধ্যমে সম্পূর্ণ শুদ্ধিকরণ করা সম্ভব। যদিও অনেকেই মনে করেন ধর্মীয় গোষ্ঠীদের এই সকল দাবীগুলো অনেকটাই বিতর্কিত। তাই বলা যেতে পারে যেখানেই এই মত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকবে সেখানেই সমকামীতা সর্ম্পকিত বিতর্ক চলতেই থাকবে।

উনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীতে বেশীরভাগ মনোস্তত্ত্ববিদ সমকামীতাকে একপ্রকার মানসিক অসুস্থতা হিসাবে বর্গীকরণ করেন এবং এর ভিত্তিতেই বিভিন্ন তত্ত্বের উপস্থাপনা করেন। উনবিংশ শতকে মনস্তত্ত্ববিদ Richard Von এবং Krafft Ebing তার ‘Psycopathia Sexualis’ (1886) নামক গ্রন্থে যৌন বিকৃতির মধ্যে কিছু বিষয়কে অর্ন্তভুক্তি করেছেন যেমন হস্তমৈথুন, যৌন অস্বাভাবিকত্ত, যৌন ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য হত্যা প্রভৃতি, এবং এই বিষয় গুলিকে বংশগতির উদ্ভুত ফল হিসাবেই তুলে ধরেছেন। তাঁদের সমসাময়িক Sigmund Freud যৌন বিকৃতির বিষয়টিকে psycho sexual বিকাশের মধ্যেকার দ্বন্দের ফলাফল হিসাবে উপস্থাপন করেন, এবং এর মধ্যে

বিপরীত লিঙ্গের পিতা বা মাতার সাথে স্বত্তা চিহ্নিতকরণ (self-identification) সংক্রান্ত মানসিক অস্থিরতা বা দ্বন্দকে অর্ন্তভুক্ত করেছেন। ফ্রয়েড মনে করেন সমকামীতা হলো এক প্রকার অস্বাভাবিক শারীরিক সম্পর্কের প্রবনতা। এক্ষেত্রে সমকামী একজন নারী বা পুরুষ মনে করে কেবল মাত্র অপর একজন সমলিঙ্গের নারী বা পুরুষই শারীরিক সুখভগ বা উদ্দিপনা অনুভব করতে সক্ষম। যদিও অন্যান্যরা সমকামীতার ধারণাকে সামাজিক ও মনোস্তাত্ত্বিক ঘটনার প্রভাব হিসাবে তুলে ধরার পক্ষপাতি। আবার এমন অনেক ঘটনা আছে যেখানে সমকামীতা বিষয়টি জন্মগত বা সাংবিধানিক ঘটনাক্রম এবং পরিবেশগত বা সামাজিক প্রভাবকের মিশ্রিত ফলাফল হিসাবেই উঠে আসে।

একবিংশ শতাব্দীর সময়কালীন বহু সমাজ যৌনতা এবং যৌন অনুশীলনকে অনেকটা ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখার পক্ষপাতি ছিল। বর্তমানে স্বাভাবিক যৌনতার মতই সমকামীতাকেও একই ভাবে গ্রহণ করার স্বাভাবিক প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। চিরাচরিত চলে আসা সমকামীতা সম্পর্কীত বদ্ধমূল ধারণা এখন অনেকটাই নমনীয়তা লাভ করেছে। পুরুষ সমকামীদের যেভাবে দুর্বল, সহনশীলতাহীন হিসাবে এবং মহিলা সমকামীদের যেভাবে পুরুষালী এবং আগ্রাসী মনে করা হত সেই ধারণা বর্তমানে অনেকটাই পরিবর্তীত হচ্ছে। বিংশ শতাব্দীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সামাজিক ও আচরণগত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সাধারণ যৌন অনুশীলনের ভিত্তিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা গড়ে ওঠে। গবেষক Alfred Kinsey দেখান সমকামী আচরণ ছিল আদতে পুরুষ এবং মহিলাদের মধ্যে একপ্রকার বয়ঃসন্ধিকালীন ধরণ। তিনি তাঁর গবেষণায় দেখান যে কখনও না কখনও পরিস্থিতিতে বেশির ভাগ মহিলাই সমকামী কার্যে জড়িয়ে পরেছেন।

পৃথক সমাজ স্বীকৃতিভেদে সমকামীতার প্রতি পৃথক দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ লক্ষ্য করা যায়। আফ্রিকা, এশিয়া ও ল্যাটিন আমেরিকা বহু ক্ষেত্রেই সমকামীতা এবং সমকামীর আচরণকে একপ্রকার taboo হিসাবেই উপস্থাপিত করা হয়। যদিও পশ্চিমী দেশগুলিতে সমকামী সর্ম্পকিত মনোভাব অনেকটাই উদারনৈতিক। বিংশ শতাব্দীর প্রথমপর্বে সমকামীতা সম্পর্কিত চিন্তাভাবনা বা আলোচনা জনসমক্ষে খুব কমই আলোচিত হত, তবে এটা ঠিক যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 1960 সালের নাগরিক অধিকারে আন্দোলনের একপ্রকার প্রবাহ হিসাবেই সমকামী অধিকার আন্দোলনকে দেখা হয়ে থাকে। এই সময় নারী পুরুষ নির্বিশেষে বিভিন্ন সমকামীরা সম অধিকার এবং সম মর্যাদার দাবি উথাপন করতে থাকে। এমনকি কর্মসংস্থান, আবাসন, জননীতির ক্ষেত্রেও তাদের অধিকারকে স্বীকৃতি জানানোর দাবী তোলে। আর এর ফলশ্রুতিতে সমকামীদের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা বৈষম্যের নীরিখে বিভিন্ন আইনের উদ্ভব ঘটে, যার ফলে ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকার সমকামীদের জীবন তথা সামাজিক অবস্থান ধীরে ধীরে উন্নতি লাভ করতে থাকে। তবে একবিংশ শতাব্দীতে সমগ্র বিশ্ব সমকামীদের উপর চলতে থাকা অন্যায়, অবিচার, বঞ্চনা ও বহু হিংসাত্বক ঘটনার সাক্ষী থাকে। যেমন Namibia তে পুলিশ আধিকারিকদের আদেশ দেওয়া হয় সমকামীদের বের করে দেওয়ার জন্য। আবার Jamaica-র Northern Caribbean University তে সমকামী ছাত্রদেরকে সমকামীতার অপরাধে অন্যায় ভাবে পেটানো হয়। আবার ব্রাজিলে Aconda Caracao নামক সমকামী বিরোধী গোষ্ঠীরা বহু সমকামী হত্যার অপরাধে অভিযুক্ত হয়। এমনকি Ecuador এ সমকামী অধিকার গোষ্ঠীকে বিভিন্ন ভাবে হুমকি বা ভয় দেখানো হয়। পৃথিবীর এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে সমকামীদের প্রতি হিংসাত্বক আচরণ না থাকলেও তাদের প্রতি অসহিষ্ণুতা বিষয়টি থেকেই গেছে। যদিও বর্তমানে সমকামীদের প্রতি বিরূপ মনোভাবের যে প্রবনতা ছিল তার কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। যেমন- Amsterdam-এ 2001 সালে একই আইনে স্বাভাবিক বিয়ের মতই সমকামী বিবাহকেও স্বীকৃতি জানানো হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর পরবর্তীকালে পুরুষ ও মহিলা সমকামীরা তাদের যৌন অনুভূতিকে যেমন স্বাধীনভাবে সমাজ সম্মুখে স্বগর্ভে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে তেমনি নিজেদের সমকামীদের সংখ্যাকেও ধীরে ধীরে বৃদ্ধি ও ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছে।

ভারতীয় প্রেক্ষাপটে সমকামী সমাজ: বহু প্রাচীন কাল থেকেই ভারতীয় সংস্কৃতিতে সমকামী এবং সমপ্রেম সম্পর্কে সামাজিক সহনশীলতার দৃষ্টিভঙ্গি ক্রমান্বয়িক ভাবে পরিবর্তিত হয়ে এসেছে। ভারতে সমকামী ধারণার মধ্যেও যেমন অনেক ধারণাগত জটিলতা রয়েছে তেমনি ধারণাগত বৈচিত্র্যও রয়েছে। এক্ষেত্রে অনঙ্গরঙ্গ, কামসূত্র, কোকশাস্ত্র, প্রভৃতি বাৎসায়ন রচিত গ্রন্থগুলি সমকামী সম্পর্কিত ধারণার বৈচিত্র্যতাকে তুলে ধরতে পারে। যদিও শুধুমাত্র পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারতের মতো হিন্দুশাস্ত্রে নয় বিভিন্ন উর্দু, ফারসী শাস্ত্রেও সমকাম সম্পর্কীত ধারণার বৈচিত্র্যপূর্ণ ব্যাখ্যা রয়েছে। এছাড়াও বৈষ্ণব শাস্ত্র বিশেষত চৈতন্য জীবনীকেন্দ্রিক সাহিত্যেও সমলিঙ্গের বিভিন্ন গল্পকথা উঠে আসে। আবার জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, জগদীশ গুপ্ত, কমল কুমার প্রমুখ সাহিত্যিকদের আলোচনায় সমলিঙ্গ, সমকাম প্রসঙ্গটি বারবার উঠে এসেছে। এমনকি আধুনিক বাংলা উপন্যাসেও সমকামীতা একটি প্রয়োজনীয় ও কৌতুহলী প্রসঙ্গ হিসাবে প্রকাশিত হচ্ছে তথা উঠে আসছে। অনেক আধুনিক সাহিত্যিক তাদের লেখনীর মাধ্যমে সমকামীতার বিভিন্ন অনুভূতিগুলিকে যেমন বিভিন্ন রঙ দিতে সক্ষম হচ্ছেন তেমনি সমকামী গল্পের মারপ্যাঁচে পাঠকদের কাছে তাদের চিন্তন অনেক বেশী কৌতুহলী হয়ে উঠছে। বর্তমানে সমাজ সাহিত্যে সমকামীতা অনেক ক্ষেত্রেই বিকল্প সাহিত্য হিসাবে উঠে আসছে। বিকল্প সাহিত্য বলার কারণ হিসাবে এটা বলা যেতে পারে mainstream সাহিত্যে সমকাম প্রসঙ্গ অনেকটাই প্রান্তিক আলোচ্য বিষয় ছিল। তবে বর্তমানে ধীরে ধীরে শিল্প সাহিত্যে সমকামী প্রসঙ্গ একপ্রকার দৃষ্টি আকর্ষণকারী ও আগ্রহ সৃষ্টিকারী স্থান দখল করতে সক্ষম হয়েছে।

ভারতীয় সমাজ ও ভারত সরকারের দৃষ্টিভঙ্গিতে সমকামীতা একপ্রকার নিষিদ্ধ বিষয়। ভারতীয় দন্ডবিধির 377নং ধারা অনুসারে সমলিঙ্গের প্রতি যৌন আকর্ষণ বা সম্পর্ক গড়ে তোলা আইনত শাস্তিযোগ্য অপরাধ। 2009 সালে দিল্লী হাইকোর্ট একটি মামলার রায় দিতে গিয়ে সমকামীদের প্রতি এইপ্রকার বৈষম্যমূলক আচরণকে অসাংবিধানিক হিসাবে উপস্থাপন করেন। যদিও হাইকোর্টের এই বক্তব্য সুপ্রিম কোর্টে বাতিল করেন। তবে 2016 সালে সুপ্রিম কোর্ট সমকামীদের প্রতি এই প্রকার বৈষম্যমূলক আইনকে পূর্ণবিবেচনা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সরকারী জনবিন্যাস বা জনসংখ্যার তথ্য অনুসারে ভারতে LGBT জনসংখ্যা কত রয়েছে তার কোন সঠিক চিত্র সরকারের কাছে না থাকলেও 2012 সালে সরকার সুপ্রিম কোর্টের কাছে একটি পরিসংখ্যান তুলে ধরেন। যেখানে বলা হয় ভারতবর্ষে প্রায় 2.5 মিলিয়ন সমকামী লোক রয়েছে। যদিও এই পরিসংখ্যানে কেবলমাত্র তাদেরকেই অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে যারা স্বাস্থ্যমন্ত্রকে নিজেদের সমকামী হিসাবে নথিভুক্ত করেছেন। তাই বলা যেতে পারে সরকার প্রদত্ত উল্লিখিত পরিসংখ্যানের থেকে আরও অনেক বেশি সমকামী মানুষ রয়েছেন যারা নিজেদের পরিচিতি জনসমক্ষে আনতে চান না বা বিভিন্ন কারণে সামনে আসেন না। সরকারী পক্ষ থেকে মাননীয় সুপ্রিম কোর্টকে যে তথ্য পেশ করা হয়েছে সেখানে বলা হয়েছে ভারতে প্রায় 25 লক্ষের মত সমকামী মানুষজন বসবাস করে। 2011 সালের জনগণনা অনুসারে ভারতে মোট রূপান্তরকারীদের সংখ্যা হল 4 লক্ষ 88 হাজারের কাছাকাছি। পশ্চিমবঙ্গে এই সংখ্যা হল 30 হাজার 349 জন, এদের মধ্যে সাক্ষরতার হার 58.83%।

ভারতীয় সমাজে LGBTI (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Intersex) বর্গের মানুষরা অসমকামী ব্যক্তিবর্গের তুলনায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অনেক বেশি পরিমাণে সমস্যার সম্মুখিন হচ্ছে। সমলিঙ্গের মানুষের সাথে যৌন সম্পর্ক যেমন অস্বীকৃত তেমনি সমলিঙ্গের মানুষকে জীবন সঙ্গী হিসাবে বিবাহ করাও এখানে অননুমোদিত। যদিও 2018 সালে মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট সমলিঙ্গের মানুষদের মধ্যকার যৌন সম্পর্ককে অনুমোদন দেওয়া যায় কিনা সে বিষয়ে পুনঃবিবেচনার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, আর এটা যদি স্বীকৃতি পায় তাহলে সে ক্ষেত্রে সমলিঙ্গের মানুষকে জীবন সঙ্গী হিসাবে বেছে নেওয়া বা বিবাহ করার পথে আর কোন বাঁধা থাকে না। 2014 সাল থেকে ভারতীয় হিজরাদের কোন প্রকার অস্ত্রপচার ছাড়াই তাদের লিঙ্গ পরিবর্তনের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে, এবং তারা যাতে তৃতীয় বর্গের লিঙ্গ (Third Sex) হিসাবে নিজেদের নাম নথিভুক্ত করতে পারে সেই সংবিধানিক অধিকারও তাদের প্রদান করা হয়েছে। এমনকি কিছু কিছু রাজ্য হিজরাদের জন্য আবাস প্রকল্প, জনকল্যান মূলক প্রকল্প, অবসরকালীন ভাতা, সরকারী হাসপাতালে বিনামূল্যে অস্ত্রপচারের সুবিধা প্রদান, এমনি নানা সুযোগ সুবিধা

প্রদানের কথা ঘোষণা করেছে। বিগত কয়েক দশকে সারা দেশে বিশেষ করে বড় বড় শহরগুলিতে হিজরাদের প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন এসেছে বা বলা ভাল তারা এই পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছে। বর্তমানে মানুষ হিজরাদের প্রতি পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি সহনশীল। যদিও এখনও অনেক LGBTI মানুষজন রয়েছেন যারা নিজেদের জনসমক্ষ থেকে দূরে রাখেন বা আড়ালে থাকতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ বোধ করেন। এর কারণ হিসাবে তারা মনে করেন পরিবারে থাকলে তাদের বঞ্চনার শিকার হতে হবে, কারণ পরিবারের সদস্যরা সমকামী আচরণ বা অনুভূতিকে লজ্জাজনক হিসেবেই দেখে থাকে। এর ফলে অনেক ক্ষেত্রেই LGBTI সদস্যদের Honour Killings, আক্রমণ, অত্যাচার, মারধর-এর মত প্রভৃতি সমস্যার সম্মুখিন হতে হচ্ছে।

ভারতবর্ষে রূপান্তকামীদের একটি গোষ্ঠীকে হিজরা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। 1994 সাল থেকে তাদের তৃতীয় লিঙ্গ হিসাবে ভোট দানের সাংবিধানিক অধিকার প্রদান করা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় সরকারী নিয়ম নীতির যে জটিল যান্ত্রিকতা রয়েছে সেখানে SRS এর মত সরকারী স্বাস্থ্য পরিসেবা পাওয়া থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছে। 2014 সালে 15ই এপ্রিল মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট রূপান্তকামী মানুষদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভাবে পিছিয়ে পড়া শ্রেণী (OBC) হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করেছেন এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে এই শ্রেণীর জন্য বিশেষ সংরক্ষণের ব্যবস্থার কথা ঘোষণা করেছেন। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মত কেন্দ্রিক ও রাজ্য সরকার এই পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর জন্য যথাযত কল্যাণমূলক প্রকল্প গ্রহণ করবে।

সর্বভারতীয় হিজরা কল্যাণ সভা দীর্ঘদিন ধরে ভোটাধিকারের দাবীতে আন্দোলন করতে থাকে, যা 2014 সালে স্বীকৃতি লাভ করে। 1996 সালে বিচার বিভাগীয় ব্যবস্থা সংস্কারের ফলে কালী নামে একজন রূপান্তকামী মহিলা পাটনায় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন এবং জনতা দল ও বিজেপির মত বড় রাজনৈতিক দলগুলিকে কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখে ঠেলে দেয়। সেই সময় দক্ষিণ মুম্বাই তে আর একজন মুন্নি নামে রূপান্তকামী মহিলা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। যদিও উভয়েই এই নির্বাচনে পরাজিত হন। তবে এই প্রকার নির্বাচনে অংশগ্রহণের ফলে রূপান্তকামীদের প্রতি সাধারণ মানুষদের যে চিরাচরিত ধারণা ছিল তা অনেকটাই পরিবর্তন করতে তারা সক্ষম হয়েছে। এর ঠিক তিন বছর পর কমলা জান নামক একজন রূপান্তকামী মহিলা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে জয়ী হন এবং কাটনির মেয়র হিসাবে নির্বাচিত হন। পরবর্তী কালে 2002 সালে সবনম মুন্সি মধ্যপ্রদেশের বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী হন। তিনিই ছিলেন প্রথম রূপান্তকামী যিনি সরকারী দপ্তরের জন্য নির্বাচিত হন। এমন অনেক রূপান্তকামীদের কথা বলা যায় দীর্ঘ সংগ্রাম ও নিজ যোগ্যতায় সমাজে বিভিন্ন স্থান দখল করতে সক্ষম হয়েছেন। যেমন- মনবী বন্দোপাধ্যায়, তিনি হলেন ভারতের প্রথম ডক্টরেট ডিগ্রীধারী রূপান্তকামী মানুষ যিনি কোন মহাবিদ্যালয়ে অধ্যক্ষ হিসাবে নিযুক্ত হয়েছেন। এছাড়াও জনপ্রিয় বিশ্ববিখ্যাত পরিচালক ঋতুপর্ণ ঘোষ এর মত মানুষদের কথাও বলা যায় যারা সাধারণ মানসিকতার সংকীর্ণ গন্ডি পেরিয়ে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছেন।

ভারতীয় ঐতিহ্য তথা রীতিনীতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। যদিও ভারতীয় হিন্দু ধর্মের ধর্মীয় গ্রন্থগুলিতে সমকামীদের প্রতি নিষেধাজ্ঞা এই বিষয়টিকে কোথাও স্বচ্ছভাবে প্রকাশ করা হয়নি, বরং বলা যেতে পারে হিন্দুধর্ম সমকামী চরিত্র বা বিষয় থেকে বিভিন্ন অবস্থান, বৈচিত্র্যতা প্রভৃতি গ্রহণ করেছিল ধর্মীয় গ্রন্থকে নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য। ঋকবেদে বিকৃতি ও প্রকৃতি প্রসঙ্গে। বলা হয়েছে যে, সমকামী বিষয়টিকে অপ্রকৃত হিসাবে দেখা হয় তবে তার মধ্যেও প্রাকৃতিক উপাদান রয়েছে। এ প্রসঙ্গে অনেক গবেষক তথা পন্ডিতরা মনে করেন ঋকবেদের এই বক্তব্য মানুষের জীবনে সমকামীতার দৃষ্টিভঙ্গিকে স্বীকৃত ও স্বাগত জানিয়েছিল অর্থাৎ এইভাবেই জাগতিক বৈচিত্র্যতার একটি রূপকে তুলে ধরার প্রয়াস চলেছিল। প্রাচীন কামসূত্র গ্রন্থতে সমকামী আচরণের বিভিন্ন রূপ বা দিককে সম্পূর্ণরূপে তুলে ধরার চেষ্টা বা প্রয়াস হয়েছে। ঐতিহাসিক বিভিন্ন প্রামান্য থেকে এটা জানা গেছে যে ইতিহাসের পথ ধরেই সমকামীতা ভারতের বাইরেও পৌছে

গেছে এবং অষ্টাদশ শতকের সময়কাল পর্যন্ত সমকামীতাকে কখনোই অপরাধ বা নিকৃষ্ট বিষয় হিসাবে দেখা হতো না।

Devdutt Pattanaik সমকামীতা আলোচনা প্রসঙ্গে যে বিষয়টির উপস্থাপন করেছেন তা হল- পৌরাণিক ভারতে সমকামীতার অস্তিত্ব ছিল কিনা? তিনি দেখান এই বিষয়টির উত্তর নির্ভর করছে আমরা কিভাবে সমকামী বিষয়টিকে দেখার চেষ্টা করছি তার উপর, অর্থাৎ আমরা কি শুধুমাত্র দুজন সমলিঙ্গের মানুষের যৌন সম্পর্ক বা আবেগতাড়িত সম্পর্ককে তুলে ধরবো বা সেই দৃষ্টিভঙ্গির উপর গুরুত্ব আরোপ করবো যেখানে দেখাচ্ছে একজন ব্যাক্তি কখনো কখনো পরিস্থিতির বিচারে সমলিঙ্গের মানুষের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করছে এবং এর বাইরে তার আচার আচরণের ক্ষেত্রে বিসমকামীতার গুণাগুণ প্রকাশ পাচ্ছে, আবার এটাও বলা যেতে পারে কোন ব্যাক্তির স্বাভাবিক যৌন আকাঙ্খার রূপই তার পরিচিতিকে তুলে ধরে, এমনকি আমরা সেই বিষয়গুলিকে বিচার্যের মধ্যে রাখতে পারি যেখানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে হতাশাগ্রস্থতা ও বিষাদগ্রস্থতা অবস্থাকে দূর করার জন্য সমলিঙ্গের প্রতি যৌন আকর্ষণ বা সম্পর্ক নির্মাণ করছে, আবার আমরা সেই সকল মানুষদের কি অর্ন্তভুক্ত করতে পারি যারা নিজেদের ছেলে বা মেয়ে কোন নির্দিষ্ট পরিচিতিতে বেঁধে রাখে না, যেমন- হিজরা। প্রসঙ্গত আলোচিত সকল বিষয়গুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ সমকামীতা ধারণাটি সকল ব্যাক্তি, মানুষ বা পরিস্থিতির প্রতি একই মানসিকতা সরবরাহ করে না। কারণ স্থান, কাল ও সময়ের প্রেক্ষিতে সমকামীতার ধারণাতে ও পরিবর্তন এসেছে।

বিংশ শতাব্দীর শেষের দিক করে সমকামীতার বিষয়টিকে কোন প্রকার অপরাধ, পাপ বা মানসিক বিকৃতি এই ধারনা থেকে সরে এসে এক প্রকার সাধারণ যৌনতা বা যৌন প্রবৃত্তি হিসাবেই দেখার প্রয়াস শুরু হল। 1973 সালে The American Psychiatric Association, 1992 সালে World Health Organization সমকামীতাকে সাধারণ যৌনতা হিসাবেই স্বীকৃতি প্রদান করেছে। কোন কোন দেশ আবার সমকামীতাকে কোন প্রকার অপরাধহীন আচরণ হিসাবেই দেখার পক্ষপাতী। আবার অনেক দেশ আছে যারা সমকামীতা, সমলিঙ্গের বিবাহ ও যৌনতাকে সাংবিধানিক আইনগত স্বীকৃতি দিয়েছে। সমকামীতার ব্যাপকতাকেই কোন একমুখী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করা খুবই জটিল একটি বিষয়। কারণ সমকামীতার ধারণাকে বিচার করতে গেলে অনেক কার্যকরণ আলোচনায় অর্ন্তভুক্ত করতে হবে। সামাজিক চাপ, সামাজিক অপবাদ, অস্বাভাবিক আচরণ, বিকৃত পরিচিতি, অসম দৃষ্টিভঙ্গি, ধর্ম, অপ-সংস্কৃতি প্রভৃতির সাপেক্ষে সমকামীতার আলোচনা উঠে আসে। বহুকাল আগে থেকেই সমকামীতা সংক্রান্ত বিতর্ককে সমাধানের উদ্দেশ্যে সমাজতাত্ত্বিক ও মনস্তত্ত্ববিদরা nature & nurture প্রসঙ্গ, biological & psychological, social কারক, যৌনতা প্রভৃতি বিষয়কে আলোচনায় এনেছেন। এক্ষেত্রে তাঁরা যৌন আকাঙ্খা এবং সম্পর্কের ব্যাক্তি সাপেক্ষ অর্থ এবং সামাজিক অর্থের ভিন্ন প্রাসঙ্গিকতাকে উপস্থাপন করেছেন। নৃ-তাত্ত্বিকরা সমলিঙ্গের পারস্পরিক আকর্ষণ, পারস্পরিক যৌন অনুশীলন প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে সমাজ সংস্কৃতি ভেদে তাদের তথ্যকে উপস্থাপন করেছেন। তাদের দাবি অনুসারে সমাজ, সংস্কৃতি, স্থান, কাল, ভেদে সকল সময়েই সমলিঙ্গের প্রতি অনুভূতি বা আকর্ষণ সব সময়েই অস্তিত্ব ছিল।

একটি সংক্ষিপ্ত সমীক্ষা: সমকামী মানুষদের প্রতি সাধারণ মানুষের মনোভাব কেমন তা বুঝতে একটি ক্ষুদ্র সমীক্ষা চালানো হয়। এক্ষেত্রে বর্ধমান জেলার 6 টি কলেজের প্রায় 80 জন ছাত্রছাত্রীদের উপর সমীক্ষা চালিয়ে তাদের মতামত জানার চেষ্টা করা হয়।

১) সমকামীতা কোন রোগ কিনা এর উত্তরে উত্তরদাতাদের মতামত: সমকামীতা বিষয়টিকে বেশীরভাগ উত্তরদাতাই (90.7%) কোন প্রকার রোগ হিসাবে উপস্থাপন করার পক্ষপাতি নয়, সমগ্র উত্তরদাতার মাত্র কিছুজন (9.30%) সমকামীতাকে একটি রোগ হিসাবে দেখার পক্ষপাতী। আবার যতজন ছাত্রী উত্তরদাতা রয়েছেন তাদের মধ্যে বেশীরভাগ (91.30%) উত্তরদাতা মনে করেন সমকামীতা কোন ধরনের রোগগ্রস্থতা নয়, সমরূপভাবে আমরা ছাত্রদের ক্ষেত্রে দেখতে পাই 90% ছাত্র উত্তরদাতা সমকামীতাকে কোনপ্রকার রোগ হিসাবে মনে করেন না।

২) সমকামীদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ হয় কিনা এর উত্তরে উত্তরদাতাদের মতামত: লক্ষ্য করা গেছে 90.7% উত্তরদাতা মনে করেন সমকামীদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ সমাজের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। যেখানে সমগ্র উত্তরদাতার মাত্র 9.3% ছাত্রছাত্রী মনে করেন সমকামীদের প্রতি তেমন কোন বৈষম্যমূলক আচরণ লক্ষ্য করা যায় না। তবে ছাত্র ও ছাত্রী উভয় উত্তরদাতাই প্রায় সকলেই (যথাক্রমে 91.3% & 90%) মনে করেন সমকামীদের প্রতি একপ্রকার সামাজিক বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি রয়েই গেছে।

৩) সমকামীদের অধিকারের দাবীতে সাংবিধানিক 377 নং ধারা সমর্থনযোগ্য কিনা এর উত্তরে উত্তরদাতাদের মতামত: সার্বিক উত্তরদাতার মাত্র 32.55% মনে করেন সমকামীদের জন্য সংবিধানের যে 377নং ধারা রয়েছে তা সমর্থন করা উচিত। তবে বিপরীতক্রমে সর্বাধিক 62.79% উত্তরদাতা এ প্রসঙ্গে নিজেদের মতামত প্রদান থেকে বিরত থাকেন। সামগ্রিক উত্তরদাতার মাত্র 30 শতাংশ ছাত্র এবং মাত্র 34.78% ছাত্রী এই সাংবিধানিক অধিকারকে সমর্থন জানিয়েছেন।

৪) সমকামীতা কোন সামাজিক সমস্যা কিনা এর উত্তরে উত্তরদাতাদের মতামত: প্রাপ্ত তথ্য থেকে লক্ষ্য করা যায় সামগ্রিক উত্তরদাতার 55.81% ছাত্র ছাত্রীরা মনে করেন যে সমকামীতা একপ্রকার সামাজিক সমস্যা নয়। অন্যদিকে 41.86% ছাত্র-ছাত্রীরা মনে করেন যে সমকামীতা একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সমস্যা। যারা কলা বিষয় নিয়ে পড়াশুনা করেন তাদের তুলনায় বিজ্ঞান বিষয়ক অধ্যায়নরত ছাত্র-ছাত্রীরা (66.66%) মনে করেন সমকামীতা কোন সামাজিক সমস্যা নয়। যেখানে কলা বিষয়ক অধ্যায়নরত ছাত্র-ছাত্রীরা (44.44%) মনে করেন সমকামীতা আবশ্যিকভাবে একটি সামাজিক সমস্যা।

৫) সমকামীদের সাথে মেলামেশার সমর্থন যোগ্য কিনা এর উত্তরে উত্তরদাতাদের মতামত: সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে সামগ্রিক উত্তরদাতার মধ্যে যত জন সাধারণ জাতিগোষ্ঠীভুক্ত ছাত্রছাত্রীরা রয়েছে (53.48%) তাদের মধ্যে 60.86% মনে করেন সমকামীদের সাথে মেলামেশা করা কোন অপরাধ নয়। যেখানে মাত্র 39.13% ছাত্রছাত্রীরা মনে করেন সমকামীদের সাথে মেলামেশা করার ক্ষেত্রে দূরত্ব বজায় রাখাই প্রয়োজন। সার্বিক বিচারে সমগ্র উত্তরাদাতার মধ্যে 51.16% মনে করেন সমকামীদের সাথে মেলামেশা করতে কোন সমস্যা নেই। অন্যদিকে 48.83% উত্তরাদাতা মনে করেন সমকামীদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখা যথোপযুক্ত।

৬) সমকামীতা কি কোন অপরাধ এর উত্তরে উত্তরদাতাদের মতামত: সামগ্রিক বিচারে সমগ্র উত্তরদাতার 97.67% উত্তরদাতা মনে করেন সমকামীতা কোন অপরাধ নয়। এখানে বিজ্ঞান বিষয় নিয়ে যারা পড়াশুনা করেছেন তাদের সকলেই (100%) মনে করেন সমকামীতা কোন অপরাধ নয়। সমরূপ ফলাফল আমরা বাণিজ্য বিভাগের ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করতে পারি। আবার কলা বিভাগের ক্ষেত্রে 97.22% উত্তরাদাতা মনে করেন সমকামীতা কোন অপরাধ নয়।

৭) সমকামীরা সমাজের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা পাওয়ার অধিকারী কিনা এর উত্তরে উত্তরদাতাদের মতামত: সামগ্রিক উত্তরদাতার 90.69% উত্তরদাতা মনে করেন অন্যান্য সকল সাধারণ মানুষদের মতই সমকামীদেরও বিভিন্ন সামাজিক সুযোগ সুবিধা পাওয়া উচিত। এখানে মাত্র 9.30% উত্তরদাতা মনে করেন সমকামীদের সামাজিক সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা উচিত। কলা বিষয়ে যে সকল ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনা করেন তাদের মধ্যে 91.66% উত্তরদাতা মনে করেন সমকামীদের সকল সুযোগ সুবিধা পাওয়া উচিত। আবার বিজ্ঞান বিষয়ে যারা পড়াশোনা করেন তাদের মধ্যে 83.33% উত্তরদাতা মনে করেন সমকামীরাও সামাজিক সুযোগ সুবিধা পাওয়ার যোগ্য।

৮) সমকামীদের উপর ঘটমান অত্যাচার ও বঞ্চনার বিরোধীতা করা উচিৎ কিনা এর উত্তরে উত্তরদাতাদের মতামত: প্রাপ্ত পরিসংখ্যান থেকে যে তথ্য উঠে এসেছে সেখানে দেখা যাচ্ছে সামগ্রিক উত্তরদাতার মধ্যে 81.39% উত্তরদাতা মনে করেন সমকামীদের ওপর কোন অন্যায় অত্যাচার হলে তার বিরোধীতা করা উচিত। সেখানে মাত্র 18.60% উত্তরদাতা মনে করেন সমকামীদের প্রতি অত্যাচার হলে বিরোধীতা করার কোন প্রয়োজন নেই। কলা বিভাগের যে সকল ছাত্রছাত্রীরা উত্তরদাতা হিসাবে উঠে এসেছেন তাদের মধ্যে 83.33% উত্তরদাতা মনে করেন সমকামীদের

প্রতি অত্যাচার হলে অবশ্যই বিরোধীতা করা উচিত। সমরূপ ফলাফল আমরা বিজ্ঞান বিষয় নিয়ে পড়াশুনা করা উত্তরদাতাদের কাছ থেকেও পেয়ে থাকি।

৯) পরিবারে সমকামী সদস্য থাকলে পারিবারিক অন্যান্য সদস্যদের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় কিনা এর উত্তরে উত্তরদাতাদের মতামত: সামগ্রিক উত্তরদাতার 60.46% উত্তরদাতা মনে করেন পরিবারে কোন সমকামী সদস্য থাকলে পরিবারের অন্য সদস্যদের সমস্যা হতে পারে। তবে 34.88% উত্তরদাতা মনে করেন পরিবারে কোন সমকামী সদস্য থাকলে তেমন কোন সমস্যা হয় না। কলা বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা (58.33%) মনে করেন পরিবারে সমকামী সদস্য থাকলে সামাজিক দিক থেকে নানা সমস্যা অন্যান্য পারিবারিক সদস্যদের সম্মুখীন হতে হয়। যদিও মাত্র 36.11% উত্তরদাতা মনে করেন পরিবারে কোন সমকামী সদস্য থাকলে পরিবারে অন্য সদস্যদের কোন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় না।

১০) সমকামীদের সুরক্ষার জন্য আইনের প্রয়োজন আছে কিনা এর উত্তরে উত্তরদাতাদের মতামত: সামগ্রিক উত্তরদাতার মধ্যে 53.48% উত্তরদাতা মনে করেন সমকামীদের সুরক্ষার জন্য আইনের প্রয়োজন আবশ্যিক। এখানে মাত্র 18.60% মনে করেন সমকামীদের জন্য আলাদা করে কোন আইনের প্রয়োজন নেই। যদিও 27.90% উত্তরদাতা এই সংক্রান্ত কোন মতামত প্রদান করেননি। কলাবিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে 55.55% উত্তরদাতা মনে করেন সমকামীদের জন্য আবশ্যিক ভাবে সুরক্ষা সংক্রান্ত আইন রাখা প্রয়োজন তবে 27.77% উত্তরদাতা এ সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করেননি।

১১) সমকামীতার সাথে কোন ধর্মীয় সংযোগ আছে কিনা এর উত্তরে উত্তরদাতাদের মতামত: সমকামীতার সাথে ধর্মীয় সংযোগের সম্পর্ক রয়েছে বলে মাত্র 2.3% উত্তরদাতা মনে করেন। এর বিপরীতে 95.3% উত্তরদাতা মনে করেন সমকামীতার সাথে ধর্মের সরাসরি কোন সম্পর্ক নেই। বিজ্ঞান বিভাগের পাঠরত সকল উত্তরদাতাই (100%) মনে করেন ধর্মের সাথে সমকামীতাকে সম্পর্কিত করে দেখা উচিত নয়। একইভাবে কলা বিভাগের উত্তরদাতারাও (94.44%) মনে করেন সমকামীতার সাথে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই।

মূল্যায়ন: সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে লিঙ্গ বিষয়টিকে খুব অদ্ভুতভাবে শুধুমাত্র নারীত্ব এবং পুরুষত্ব এই দুই সামাজিক চিন্তনের মাধ্যমে উপস্থাপন করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। যদিও লিঙ্গভিত্তিক এই প্রকার উপস্থাপন সময় সংস্কৃতিভেদে পৃথক সামাজিক উপস্থাপন নির্মাণ করে। এমন অনেক সংস্কৃতি রয়েছে যেখানে বৃহত্তর রূপে লিঙ্গভিত্তিক বৈচিত্র্যতার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এমনকি নারী পুরুষ বা সমকামী, বিষমকামী এইরূপ দ্বৈত বিভাজনের মতো যৌনতা ও লিঙ্গকে স্বচ্ছভাবে পৃথক করা হয়নি। উত্তর আমেরিকার কিছু সম্প্রদায়ের মধ্যে লিঙ্গ বিষয়টি কেবলমাত্র সামাজিক বর্গ হিসাবে উপস্থাপিত না হয়ে বিষয়টিকে একপ্রকার আত্মীকরণ বা সমন্বয় সাপেক্ষে উপস্থাপন করা হয়। যেখানে লিঙ্গকে দুটি আত্মাধারী হিসাবে পরিচিতি প্রদান করা হয়। অর্থাৎ সেইসকল ব্যাক্তিদের মধ্যে পৌরষত্ব ও নারীত্ব উভয় গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য বর্তমান।

সমকামী মানুষগুলো সেই প্রকার মানুষ যাদের লিঙ্গগত পরিচিতি ক্রমশ পৃথক ও বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়ে ওঠে তাদের জন্মের সময় তাদের যে লিঙ্গপরিচিতি থাকবে তার থেকে। বেশীরভাগ মানুষ যারা জন্মগতভাবে ছেলে লিঙ্গ পরিচিতিবাদী তারা পরবর্তী জীবনে পুরুষ হিসাবে চিহ্নিত হয়। বিপরীতদিকে যারা মেয়ে লিঙ্গ পরিচিতিবাদী তারা পরবর্তীকালে নারী হিসেবে তার লিঙ্গ পরিচিতি লাভ করে। কিন্তু কখনো কখনো এমন দেখা যায় লিঙ্গগত পরিচিতি তার জন্মকালীন লিঙ্গগত পরিচিতির সাথে দ্বন্দ তৈরী করছে। অর্থাৎ জৈবিক দিক বনাম সামাজিক তথ্য মনস্তাত্ত্বিক দিকের মধ্যেকার দ্বন্দের কারনে তার লিঙ্গগত পরিচিতি অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে এবং এই কারণে অন্যান্য ব্যক্তির কাছে সে নির্দিষ্ট ব্যাক্তিটির সম্পর্কে লিঙ্গগত ধারণার জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে। আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে জৈবিক ভাবে পুরুষ ও নারী হিসাবে জন্মগ্রহণ করলেও লিঙ্গগত প্রবৃত্তির ভিত্তিতে বিপরীতলিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ বোধ করার পরিবর্তে সমলিঙ্গের প্রতি বেশী আকর্ষিত হচ্ছে। এই প্রকার পরিচিতিকে আমরা সমকামী হিসেবে তুলে ধরতে পারি। প্রসঙ্গক্রমে পুরুষ সমকামীদের Gay এবং নারী সমকামীদের Lesbian হিসাবে পরিচিতি অর্পণ করা হয়।

এই আলোচনার সারবস্তু এটাই যে জন্মের পর থেকেই পরিচিতি প্রদান বা অর্জনের ক্ষেত্রে জটিলতা শুরু হয় এবং সময়ের সাথে সাথে ক্রমশ সেই পরিচিতি পৃথক পরিচিতির মর্যাদা প্রদান করে। অর্থাৎ এই পরিচিতি গড়ে ওঠে লিঙ্গভিত্তিক পৃথকীকরণ বা চিহ্নিতকরণের ভিত্তিতে। অর্থাৎ নারী বা পুরুষ লিঙ্গ পরিচিতি বাদ দিয়েও তৃতীয় লিঙ্গ হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। অর্থাৎ এদের মধ্যে জৈবিক পরিচিতি এবং সামাজিক পরিচিতির দ্বান্দিক উপস্থাপন রয়েছে। যার অর্থ এটাই যে তারা জৈবিকভাবে নারী বা পুরুষ হয়ে জন্মালেও মানসিক প্রবৃত্তিগত দিক থেকে সমপ্রবৃত্তি বহন করে না। অর্থাৎ জৈবিকভাবে পুরুষ কিন্তু ভিতরে মানসিক প্রবৃত্তিগতভাবে সে নারী। আবার নারীদের ক্ষেত্রেও সমরূপ দেখা যায়। যেমন- জৈবিকভাবে নারী কিন্তু ভিতরে মানসিক প্রবৃত্তিগতভাবে সে পুরুষ। আর এই কারণেই প্রবৃত্তি ও সামাজিক স্বীকৃতির মধ্যে দ্বন্দ চলতে থাকে।

2014 সালে 12ই ডিসেম্বর রাজ্যসভায় সমকামী গোষ্ঠীর অধিকার নিয়ে একটি বিল পেশ করা হয় 2015 সালে 24শে এপ্রিল পাশ হয়। এই বিলে সমকামী গোষ্ঠীর প্রতি সাম্যের অধিকার এবং অবৈষম্যের অধিকারের কথা তুলে ধরা হয়েছে। জীবনে এবং ব্যাক্তিগত স্বাধীনতা, মতামতের স্বাধীনতা, একটি সম্প্রদায়ের বাঁচার স্বাধীনতা, সংঘবদ্ধতা এই সকল অধিকারের কথা এই বিলে বলা হয়েছে। এমনকি বিভিন্ন প্রকার অপব্যবহার, নির্যাতন, অত্যাচার, হিংসা এবং শোষণ প্রভৃতি থেকে তাদের বাঁচানোর উদ্দেশ্যে সাংবিধানিক সুরক্ষা প্রদানের কথা বলা হয়েছে। এমনকি এই আইনে সমকামী শিশুদের জন্য পৃথক ধারার উল্লেখ রয়েছে। এই বিলে শিক্ষা, কর্মসংস্থান, সামাজিক সুরক্ষা স্বাস্থ্য, প্রভৃতি বিষয়গুলি অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে। সরকার কর্তৃক শিক্ষার বিষয়টিকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। যেখানে যৌন শিক্ষার বিষয়টিকে আরো স্বচ্ছভাবে তুলে ধরার চেষ্টা হচ্ছে। কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের মতোই তাদেরও সমান সুযোগ সুবিধা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ কোনোপ্রকার বৈষম্যমূলক আচরণ কখনোই কাম্য নয়। সামাজিক সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার ক্ষেত্রে সমকামীদের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করার জন্য HIV (Human Immunodeficiency Virus) ক্লিনিক এবং SRS (Sex Reassignment Surgery) এর পক্ষ থেকে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবের কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

সার্বিক মূল্যায়নে যে প্রাসঙ্গিক বিষয়টি উঠে আসছে সেখানে কিছু প্রশ্ন থেকেই যায়। তা হল মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট যতই অন্যান্য নাগরিকদের মতো সমকামীদের সমান অধিকারের স্বীকৃতি প্রদান করুক সেক্ষেত্রে সেই পরিমাণ অধিকার কি তারা পেয়ে থাকে। কারণ এগুলি তখনি সম্ভব যখন সমাজ তাদের প্রতি তার চিন্তা-ভাবনা, দৃষ্টিভঙ্গি এবং বিধি নিষেধের পরিবর্তন ঘটাবে। এর সাথে সাথে যেটা প্রয়োজন তা হল যৌন শিক্ষাকে আরো বেশি স্বচ্ছভাবে পাঠ্যক্রমে অর্ন্তভুক্ত করতে হবে। কারণ সমকামীতা সম্পর্কে গড়ে ওঠা ভ্রান্ত ধারণাগুলি সমকামীদের জীবনকে আরো বেশী জটিল করে তুলছে। সচেতনতার অভাব, চিরাচরিত বদ্ধ মানসিকতা, সামাজিক বাধ্যবাধকতা, সরকারী ব্যবস্থাপনার উদাসীনতা, বিধিনিষেধ, ধর্মান্ধতা, রাজনৈতিক সৎ উদ্দেশ্যের অভাব, আইনের অপ-ব্যবহার, সকল কিছুই যেন সমকামী বিরোধী অস্ত্র হয়ে উঠছে। তাই এই সকল বিষয়গুলির অবসান আবশ্যিক। এখন ভাবার সময় এসেছে সমকামীরা আমাদের সমাজে আর পাঁচ জনের মতোই সাধারণ মানুষ তাদের বেঁচে থাকার সমান সুযোগ সুবিধা ভোগ করার অধিকার রয়েছে। এটা মনে রাখতে হবে তারা সমাজেরই অংশ ছিল, আছে এবং ভবিষ্যতে থাকবে। কারণ তারা কখনোই সমাজের বিরোধী প্রতিপক্ষ নয়।

Reference:

1. Albertalli Becky (2015); Simon vs. the Homo Sapiens Agenda, Harper Collins Publication.
2. Boswell John (1994); Same-Sex Unions in Premodern Europe; Villard Publishers.
3. Correas. Petchesky R, Parker R (2008): Sexuality, Health & Human Rights: Routledge Publication.
4. D. Greenberg (1988); The Construction of Homosexuality; University of Chicago Press.
5. D. M. Halperin (1989); 100 Years of Homosexuality; Routledge Publication.
6. Douzinas, Costas (2000): The End of Human Rights: critical legal thought at the end of the century, Oxford: Hart.
7. Eaklor V. L. (2008); Queer America: A GLBT History of the 20th Century; Greenwood Press, London.
8. Friedman Richard C.; Downey Jennifer I. (2002); Sexual Orientation and Psychoanalysis: Sexual Science and Clinical Practice; Columbia University Press,
9. Gagnon Robert A. J. (2001): The Bible and Homosexual Practice: Texts and Hermeneutics; Abingdon Press
10. Garnets Linda D., Kimmel Douglas C. (2003); Psychological Perspectives on Lesbian, Gay, and Bisexual Experiences (2nd edition); Columbia University Press.
11. G.Robb (2004); Strangers: Homosexual Love in the Nineteenth Century; W.W. Norton & Company.
12. Jack Donnebly (2003): The Concept of Human RIghts in Universal Human Rights in theory & practice
13. (1-21); cornell university press.
14. Jack Donnebly (2003): Universal Human Rights in theory & practice; Cornell university press.
15. K.J.Dover (1978); Greek Homosexuality; Harberd University Press.
16. L.Crompton (2003); Homosexuality and Civilization; Belknap Press.
17. L.Nungesser (1983); Homosexual Acts, Actors and Identities; Praeger Publication.
18. Robertson,Geoffery (2006); Crimes against Humanity: The struggle for Global justice Harmondsworth; Penguin.
19. Savage Dan, Kaiser Charles, Miller Merle (1971); On Being Different: What It Means to Be a Homosexual; Penguin Books Ltd
20. Singh S, Dasgupta S, Patankar P, Sinha M (2013): A People Stronger: The Collectivization of MSM and TG Group in India; Sage Publication.
21. Young Kevin De (2015); What Does the Bible Really Teach about Homosexuality?; IVP.

Articles and Journals:

1. Article 15 in the constitution of India 1949.

2. "Bills on trangends, disabled in monsoon session: Gehol."
3. Drescher J, Byne WM. Homosexuality, Gay and Lesbian Identities and Homosexual Behaviour. In: Sadock BJ, Sadock VA, Ruiz P, editors. Kaplan and Sadock's Comprehensive Textbook of Psychiatry. 9th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2009. pp. 2060–89.
4. Forstein M. The pseudoscience of sexual orientation change therapy. BMJ. 2004; 328:E287–8. [PubMed]
5. "India's Supreme Court could be about to decriminalise gay sex in major victory for LGBT rights." indipendent .co.uk. 8th January, 2018.
6. Kalra G, Gupta S, Bhugra D. Sexual variation in India: A view from the west. Indian J Psychiatry. 2010; 52:264–8. [PMC free article] [PubMed]
7. Kumar N. Delhi High Court strikes down Section 377 of IPC. [Last Accessed on 2011 Sep 13]. Available from: http://www.hindu.com/2009/07/03/stories/2009070358010100.htm .
8. Narrain A, Chandran V. Medicalisation of sexual orientation and gender identity: A human rights resource book. New Delhi: Yoda Press; 2012.
9. Mehta M, Nimgaonkar S. Homosexuality-A study of treatment and outcome. Indian J Psychiatry.1983; 25:235–8. [PMC free article] [PubMed]
10. Nelson , Dean (11 December , 2013). "India's top court upholds law criminalising gay sex." London: The Telegraph. Retrieved 11th December, 2013.
11. Pradhan PV, Ayyar KS, Bagadia VN. Homosexuality: Treatment by behaviour modification. Indian J Psychiatry. 1982; 24: 80–3. [PMC free article] [PubMed]
12. Pradhan PV, Ayyar KS, Bagadia VN. Male homosexuality: A psychiatric study of thirteen cases. Indian J Psychiatry. 1982; 24:182–6. [PMC free article] [PubMed]
13. Sadock VA. Normal Human Sexuality and Sexual Dysfunctions. In: Sadock BJ, Sadock VA, Ruiz P, editors. Kaplan and Sadock's Comprehensive Textbook of Psychiatry. 9th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2009. pp. 2027–59.
14. Sakthivel LM, Rangaswami K, Jayaraman TN. Treatment of homosexuality by anticipatory avoidance conditioning technique. Indian J Psychiatry. 1979; 21:146–8.
15. "Supreme Court refuses overruling its verdict on section 377 and homosexuality." IANS. Biharprabha News. Retrieved 28th January, 2014.
16. "Supreme Courts Third Gender Status to transgender is a landmark." IANS News Biharprabha.com. Retrieved 15th April 2014.
17. অর্ধেক আকাশ (বইমেলা সংখ্যা, জানুয়ারী 2018)
18. রবি (বাংলা সাহিত্যে সমকাম, জুন 2013)

Webliography:

1. https://www.ebanglahealth.com/
2. https://www.satyamevjayate.in/
3. https://www.josephnicolosi.com/ collection/what freud really -said- about-homosexuality-and- why
4. https://doi.org/10.1177/000306519704600201 01 (1998)
5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3339212/
6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21836691/
7. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15155517
8. http://www.hindu.com/2009/07/03/stories/2009070358010100.htm